

বপিত্তারিণী ব্রত

বপিত্তারিণী ব্রতের সময় বা কাল — আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের থেকে আরম্ভ করে, দশমীর ভৈরব যশোবন্ত ও মঙ্গলবার পড়তে সেই বার এই ব্রত করার নিয়ম। সধবা মাত্রই এই ব্রত করতে পারে।

বপিত্তারিণী ব্রতের দ্রব্য বধিান — বড় নবদে ১ টি, কয়েকটুকুচো নবদে, একটা ভুজীয়া, ১৩ রকম ফুল, ১৩ রকম ফল কটে দু-ভাগ করা, একটা চুপড়িতে ১৩ গাছা লাল সুত, পান, সুপারি, চুন, খয়ের, ঘি, ময়দা ইত্যাদি প্রয়োজন।

বপিত্তারিণী ব্রত পালনের নিয়ম ও ফলঃ

ব্রতের আগের দিন নরীমষি খাবার খেতে হয়। আর ব্রতের দিন ফুল, মস্টি, তরোটি লুচি, খেয়ে উপবাস ভাঙতে হয়। পূজা দিতে হয় তরো প্রকার ফল আর তরো প্রকার ফুল দিয়ে। লাল সুতোয় তরোটি গাঁট ও আট পাতার দুর্বা (অষ্টদুর্বা) দিয়ে বঁধে একটা ডুরি তৈরি করে ময়েদে ও ছলেদে উভয়ই ডান হাতে বাঁধতে হয় (অথবা স্ব স্ব নিয়ম অনুযায়ী হাতে বাঁধতে হবে)। এটাকে সবাই মনে করেনে বপিদে রক্ষাকবচ। আজ এই পূজার দিন।

প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শুক্লা তৃতীয়া থেকে নবমী তথি মধ্য যশোবন্ত শনিবার বা মঙ্গলবার এই ব্রত পালন করা হয়। এই ব্রত শুরু করলে তিন বছর, পাঁচ বছর, নয় বছর পালন করা উচিত। ব্রতের আগের দিন নরীমষি বা একবার হবিশ্যান্ন গ্রহণ করা উচিত। এই ব্রতের প্রভাবে পূজারি ব্রাহ্মণকে দিয়ে ঘট স্থাপন করে হলুদ সুতো দিয়ে দুর্বা-সহ ঘটের মুখে বাঁধতে হয়। তারপর স্বস্তিবাচন করে নামগোত্র ধরে সংকল্প সূক্ত উচ্চারণ করতে হবে। অঙ্গশুদ্ধি, করশুদ্ধি করে পঞ্চদেবার পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে পূজা করতে হবে বপিত্তারিণী রূপী দুর্গার।

একটি সশীষ ডাব, একটি নবদে, তরো রকম ফুল, তরো রকম ফল (আনারস নয়, ভাগ করে অবশ্যই), তরো গাছা লাল কস্তাসুতো, তরোটি দুর্বা, তরোটি গাটো পান, তরোটি সুপারি, তরোটি পঁতা, তরোটি লবঙ্গ, তরোটি ছোট এলাচ, তরোটি বড় এলাচ এবং পূজার শেষে পুরোহিতকে যথাসাধ্য দান-ধ্যান ও দক্ষিণা দিতে হয় এবং পূজার শেষে মন দিয়ে ব্রত কথা শুনতে হবে।

বারো মাসে যত ব্রত আছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বপিত্তারিণী ব্রত। এই ব্রত পালন করলে জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি বিজয় থাকে। দেবী দুর্গার ১০৮ রূপের এক রূপ মা বপিত্তারিণী। শ্রী শ্রী নারদমুনি দেবোদয়ে মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেয়েছিলেন, আমাদের বিভিন্ন রূপে পূজা করা দেব-দেবীর মধ্যে এই ‘দুর্গা দেবী’ নাশিনী ভয়বিনাশিনী বপিদত্তারিণী মা দুর্গা’, এই মা দুর্গারই একটা রূপ বপিত্তারিণী। যশোবন্ত ভক্তির এই ব্রত পালন করেন, ভবসুন্দরী তার সব বপিদ দূর করেন। সশ্রদ্ধে কখনও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। মামলা, মোকদ্দমা, বিরহ যন্ত্রণা ইত্যাদি সকল বপিদ থেকে মা উদ্ধার করেন।

আষাঢ় মাসেরে শুক্লা তৃতীয়া থেকে নবমী তথি়রি মধ্যে য়ে ক়োন শনঝার ও মঙ্গলঝার এই ব্রত পালতি হয়। বপিত্তারিনী ব্রত পালন করা হয় সংসারক়ে সব বপিদরে হাত থেকে রক্খা করার জন্য় ।

যে ব্রত করে ব্রতরে আগরে দিনি তাক়ে হবষি করে থাকতে হয় । ব্রতরে জন্য়ে একটা ঘট পতে তে তার ওপর আমরে ডাল ও সরা দতিে হয় । এই সরাতে নানা রকমরে ফল মূল দয়ি়ে মা দুর্গার পূজা করতে হয় । ১৩ টি ফুল ,ফল ও পঠি়েও এর সঙ্গ দতিে হয়।

যে ব্রত করে তার জন্য়ে ১৩ টি ফল দু -ভাগ করে দতিে হব়ে এবং তার সঙ্গে পান সুপারি থাকব়ে । এই জনিসি গুলরি একটা ভাগ ব্রাহ্মণক়ে দতিে হয় আর অন্য় একটা ভাগ থাকব়ে ব্রতীর জন্য়ে।

১ টা পতে আর ভোজ্য ব্রাহ্মণ ক়ে দান করা নয়িম । পূজোর শেষে ব্রাহ্মণক়ে দক্খণি দয়ি়ে ১৩ টি গাট দেওয়া লাল সুত স্ত্রীলোকরে বা হাতে আর পুরুষরে ডান হাতে বধে দতিে হয় । ব্রতীক়ে সেই দিনি লুচি খতে হয় ।

বপিদতারিনী ধ্যান মন্ত্রঃ

ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররকুলভয়দাং মটালীবন্ধেন্দুরখোম্ ।
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখিমপি করৈর্দুবহন্তীং ত্রনিতৈরাম্ ।
সিংহাস্কন্ধাধরিট্যাং ত্রভিবন — মখলিং তজেসা পুরয়ন্তীম্ ।
ধ্যায়দে দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রদিশপরবিতাং সবেতিং সদ্ধিকামমৈঃ ॥

এর অর্থ- কালভ্র আভাং (এর অর্থ দুই প্রকার হয়, একটি স্বর্ণ বর্ণা অপরটি কালো মঘেরে ন্যায়) কটাক্ষে শত্রুকুলত্রাসণী, কপালে চন্দ্রকলা শোভিতা, চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও ত্রিশূল ধারণী, ত্রনয়না, সিংহোপরিসংস্থতি, সমগ্র ত্রভিবন স্বীয় তজে পূর্ণকারণী, দেবগণ- পরবিতা, সদ্ধিসঙ্ঘ সবেতি জয়াখ্যা দুর্গার ধ্যান করি।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রঃ

নমঃ আয়ুর্দদেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে । পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি
সর্ব্বান্ কামাশ্চ দেহি মে ॥
হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাসুখম্ ।
হর রোগং হর ক্షোভং হর মারীং হরপ্রয়ি়ে ॥
সংগ্রামে বজিয়ং দেহি ধনং দেহি সদা গৃহে । ধর্ম্মার্থকামসম্পত্তিং দেহি দেবী
নমোস্তু তে ॥

এষ সচন্দন-পুষ্পবল্লিপত্রাঞ্জলিঃ নমঃ দক্ষ্যঞ্জ বনিশনিযে মহাঘোরায়ৈ
যোগিনী কটপিপরিবিতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ভগবত্য়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ ॥

নমঃ মহষিগ্নি মহামায়ে চামুন্ডে মুন্ডমালিনি । আয়ুরারোগ্য বজিয়ং দেহি দেবী
নমোস্তু তে ॥

নমঃ সৃষ্টিস্তিতিবিনিশানাং শক্তভিত্তে সনাতনি ।
গুণশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্তু তে ॥

নমঃ শরণাগতদীর্নাত পরত্ৰিরাণপরায়ণে ।
সর্বস্বাতহিরে দেবী নারায়ণনিমমোস্তু তে ॥

এষ সচন্দন-পুষ্পবল্লিপত্রাঞ্জলিঃ নমঃ দক্ষযজ্ঞ বিনাশনিষে মহাঘোরায়ৈ
যোগিনী কটোপিরবিতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ ॥

কালিকালিমহাকালিকালিকৈ কালরাত্রিকৈ । ধর্মকামপ্রদে দেবিনারায়ণনিমমোস্তু
তে ॥

লক্ষ্মলিজ্জয়ে মহাবদ্যৈ শ্রদ্ধে পুষ্টিস্বধে ধ্রুবৈ ।

মহারাত্রিমহামায়ৈ নারায়ণনিমমোস্তু তে ॥

কলাকাস্ঠাদিরূপে পরণামপ্রদায়িনি ।

বশ্বিস্ব্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণনিমমোস্তু তে ॥

এষ সচন্দন-পুষ্পবল্লিপত্রাঞ্জলিঃ নমঃ দক্ষযজ্ঞ বিনাশনিষে মহাঘোরায়ৈ
যোগিনী কটোপিরবিতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ ॥

প্রনাম মন্ত্রঃ

ওঁ সর্ব্ব মঙ্গলমঙ্গল্যে শবি সর্ব্বার্থসাধকি।

শরণ্যে ত্রয়ম্বকে গৌরী নারায়ণনিমমোস্তুতৈ।

ওঁ সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তভিত্তে সনাতনি।

গুণশ্রয়ে গুণময়ী নারায়ণনিমমোস্তুতৈ।

ওঁ শরণাগতদীর্নাত- পরত্ৰিরাণ্য-পরায়ণে।

সর্ব্বস্বার্থত্ৰিহরে দেবিনারায়ণনিমমোস্তুতৈ।

ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী ।

দুর্গা শবি ক্షমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোস্তু তে ॥

বপিত্তারিণী ব্রত কথা – পুরকালে নারদ ঋষি বড়োতে বড়োতে একদিন কলোস -এ
গিয়া উপস্থিতি হলেন । সেখানে শবি ও দুর্গা কে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, –
”প্রভু , আপনতিমো মঙ্গল ময় আর সব রকম মঙ্গল এর কারণ , এখন বলুন তো , কি
ব্রত করলে মানুষ সন রকম বপিদ থেকে মুক্তিপতে পারে ?”

নারদরে কথা শুনতে মহাদেবে বললেন, “যে স্ত্রীলোক বপিত্তারিণীর ব্রত করে, সে সব
রকম বপিদ থেকেই উদ্ধার পায়।” নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, “পূর্বে এই ব্রত কে
করছিলেন , তার নিয়ম কি এবং ফল কি অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন।”

নারদরে এই কথা শুনতে মহাদেবে বললেন, “পুরকালে বদ্রিভ রাজ্যে এক সত্য নৃষ্টি
রাজা ছিলেন। তার স্ত্রীও ছিলেন নানা গুণে সম্পন্ন। ঘটনা চক্রে একদিন চমারের
বউয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়।

লুকিয়ে লুকিয়ে তারা অনেক জনিসিপত্র দেওয়া নেওয়া করতে লাগলো। একদিন
দুজনরে নানা কথাবার্তা বলার মাঝখানে রাণী বললেন কখনো গোমাংস আমি দিখিনি
তুমি একটু গোমাংস আমাকে লুকিয়ে এনে দিতে পারো ?

এরপর রাণীর কথামত চামর বউ একদিন একটু গোমাংস বেশে ঢাকাঢুকি দিয়ে এনে রানীকে দিয়ে গলে। রাণীও সটো নজিরে ঘরে ঘরে লুকিয়ে রাখলেন। ক্রমে কথাটা রাজার কানে গিয়ে উঠল এবং রাজা খুবই রগে গেলেন।

পরক্ষণেই তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে রানীকে বললেন “তোমার ঘরে তুমি কি লুকিয়ে রেখেছে শগিগরি আমাকে দেখোও। তা নাহলে তোমার গর্দান যাবে।”

রাজার রাগ দেখে রাণীর খুব ভয় হল। কাঁপতে কাঁপতে রাণী বললেন আমার ঘরে নানা রকম ফলমূল আছে প্রভু।” রাজাকে এই কথা বলার পর রানি ঘরে ঢুকলে মনে মনে মা দুর্গাকে খুব ডাকতে লাগলেন। রাণী মনে মনে বললেন, “মা বপিত্তারিণী !

আমি আজ খুব বপিদে পড়ছি, আমাকে আশ্রয় দাও মা, এ বপিদ থেকে উদ্ধার মা, আমি সারা জীবন তোমার ব্রত পালন করব।” রাণীর প্রার্থনায় দেবী সন্তুষ্ট হয়ে অভয় দিয়ে বললেন, তোমার স্তব আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমার ঘরে যা ছিল সটো এখন ফলমূল হয়ে গেছে।

তুমি এখন সগেলো রাজাকে গিয়ে দেখোও, রাজা খুবই সন্তুষ্ট হবেন।” মা দুর্গার কথা মত রাণী ঘরে গিয়ে দেখলেন যে চুপড়িতে গোমাংশের বদলে রয়েছে একরাশ ফলমূল। রাণী তখন সব এনে রাজাকে গিয়ে দেখালেন আর রাজাও খুবই সন্তুষ্ট হলেন। ক্রমেই রাণী ও ঐ ব্রত করত লাগলেন ও অনেকে সুখ লাভ করে দেহ ত্যাগের পর সর্গে চলে গেলেন।

মা বপিত্তারিণী চণ্ডী মাতার ব্রত কথা

একদিন গঙ্গাস্নান করবার তরে।

দবের্ষি গমন করনে জাহ্নবীর নীড়ে।।

তথায়, তীরতে বসি দবেকণ্ঠাগণ।

জজিঞাসলি ঋষিরে করিয়া দর্শন।।

বল্বপত্র ধান্য দূর্ব্বা পুষ্প রাশি রাশি।

কোথা হোতে আসি দবে যাইতছে ভাসি।।

প্রতদিন হতো মোরা স্নান করি যাই।

কোনো দিন এই রূপ দেখিতি না পাই।।

ত্রিকালজ্ঞ হও তুমি ওহে ঋষির।

তুষ্ট কর দিয়া তুমি প্রশ্নের উত্তর।।

নারদ বলেন সব শুন মন দিয়া।।

বলতিছে সব আমি বিস্তার করিয়া।।

সৃষ্টি স্থিতি লয়, হয়, কটাক্ষতে য়াঁর।
তাহার স্বরূপ বর্ণন শক্তি আছে কার।।
অনন্ত স্বরূপ তার অনন্ত মহিমা।
কে পাইবে বল তার মহিমার সীমা।।
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভিন্ন পূজার বধি।
ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়া করে ভক্ত ত্রাণ।।
দুই তনি লীলা তার করি বর্ণন।
মন দিয়া সব তাহা করহ শ্রবণ।।
দুর্গারূপে যাই ভাবে সুরত রাজ্য।
রক্ষা দবী করে এবে বর্ণ আমিতায়।।
পরম ধার্মিক রাজা সুরত রাজন।
চন্দ্রবংশে জন্ম তিনি করেন ধারন।।
শত্রুগ তার রাজ্য করি হরণ।
গোপনে করেন তিনি অরণ্যে গমন।।
তথায় বধে মুনিতারে মন্ত্র দলি।
দুর্গারূপ ধ্যান করি দবীকে তুষলি।।
তুষ্ট হয়ে নৃপতিকে দলি দবী বর।
বর পয়ে রাজা অতি প্রফুল্ল অন্তর।।
নজি শত্রুগণে করি সমূলে সংহার।
নষ্ট রাজ্য পাইলেন তিনি পুনর্ব্বার।।
মঙ্গলচন্ডীকার রূপ করিয়া ধারন।
যে লীলা করি দবী শুনহ এখন।।
সদাগর ছলি এক নাম ধনপতি।
লহনা খুল্লনা তার দুইতি যুবতী।।
খুল্লনার প্রতি স্বামী ছলি পতকিল।
স্বামীর ভয়ে ধনী সর্বদা ব্যাকুল।।
মঙ্গলচন্ডীকা দবী করি আরাধন।
স্বামীকে আপন বশে করে আনয়ন।।
তৎপর বাণিজ্যে যাত্রা করে সওদাগর।
খুল্লনাকে বলে তথা আসতি সত্বর।।
দবীর পূজায় ছলি খুল্লনা তখন।

আসতিতে পারলি না সত্বে তবরা সত্বে কারণ।।
সদাগর যথেষ্টে তথা বলিম্বে দেখেযি।।
ভাঙ্গলি দবৌর ঘট ক্রোধে দন্ড দযি।।
বাণজিযে যাইযা কষ্ট বসিতর পাইল।
খুল্লনার পুণ্যফলে প্রাণতে বাঁচলি।।
হথোয, খুল্লনা ল'য়ে ভাঙ্গা ঘট শরিতে।
দবৌর নকিট ক্ৰমা চাহে সকাতির।।
বহু বর্ষ সদাগর আসলি না দেশে।
খুল্লনা দবৌর পূজা করি সবশিষে।।
শ্রীমন্ত বালক পুত্রে নটোকা আরোহণে।
পাঠাইযা দলি স্বীয় পতি অনুবষণে।।
সেও বহুতর কষ্ট বদিশে পাইযা।
জগনী পুণ্যে ফরি পতিক পাইযা।।
দবৌর চরিত্র অন্য করবি ব্যাখ্যান।
শ্রবণ করহ তাহা সব দযি কান।।
বৃন্দাবনে কাত্যায়ণী রূপে তার স্থতি।
পুন্ড্রাত্মা হয়, পূজি ব্রজের যুবতী।।
কৃষ্ণ যাত্রে পতি হন এ কামনা করি
কাত্যায়ণী ব্রত করে ব্রজের কুমারী।।
একমাস যমুনায, করে পাতঃস্নান।
তীরে উঠি দবৌ মূর্ত্তি করযিা নির্মাণ।।
অগুরু চন্দন আদি সুগন্ধি সকল।
বিবিধ প্রকার মন্দির নানাবিধ ফল।।
দবৌর পূজায, সব করযিা অর্পন।
দবৌর ধ্যানে সব হয, নমিগন।।
তারপর হবিস্থান করযিা সকলে।
রাত্রিতে শয়ন করি থাকযে ভূতলে।।
এরূপ কঠনি ব্রত করে একমাস।
তাহাতে সম্পূর্ণ হয়, সকলের আশ।।
সবাকারে বর দলি শ্রীন্দন।
অচরিতে সবার হবে বাসনা পূরণ।।

এইরূপ নানা স্থানে ধরি রূপ নানা।
পূর্ণ করে মহাদেবী ভক্তরে বাসনা।।
দেবর্ষী বলনে শুন দেবকণ্যাগণ।
হইল দেবীর তনি লীলা বর্ণন।।
তাঁহার অনন্ত লীলা অনন্ত মহিমা।
অনন্ত বলিয়া যার না পাইল সীমা।।
বপিদ্-তারিণী ব্রত হয়, যৎ প্রকার।
এখন বর্ণবি সেই লীলা চমৎকার।।
একদিন নানা স্থানে করিয়া ভ্রমণ।
উপনীত হইলাম কলৌস ভুবন।।
দেখিলাম হর গঠারী বসি একাসন।
নানাবিধি তত্ত্ব কথা করে আলাপন।।
হনেকালে পদ্মা আসি জিজ্ঞাসিল মায়া।
বল দেবী কি কারণে সকলে তোমায়া।।
বপিদ্-তারিণী নামে অভিহিত করে।
তোমাকে পূজিয়া কার দুঃখ গলে দূরে।।
পদ্মার মুখরে প্রশ্ন শুন ভগবতী।
বলতি লাগলি তবে শঙ্করের প্রতি।।
দখে নাথ পদ্মা মোর দাসীর প্রধান।
কৃপা করি প্রশ্নে কর উত্তর প্রদান।।
শ্রীমুখে করলি যাহা শঙ্কর বর্ণন।
বলতিছে তাহা সব করহ শ্রবণ।।
আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষে দ্বিতীয়ার পরে।
শনি বা মঙ্গলবার যাই দিন পড়ে।।
সেই দিন অতিশয় হয়ে সাবধান।
যথাবিধি দেবী পূজা কর সমাধান।।
পূর্ববদনে হবিস্থান্ন করি যথারীতি।
পরদিন শুদ্ধভাবে ব্রতে হবে ব্রতী।।
সফল পল্লব দিয়া ঘটরে উপর।
সঙ্কল্প করি, ঘট স্থাপ তারপর।।
বিবিধি নৈবেদ্য ফল বিবিধি প্রকার।

তন্ডুল নন্মিতি রম্য পশ্চিকাদি আর।।

অখন্ডতি গুয়া পান আর তাত্তে ধরনি

প্রতি দ্রব্য সাজাইবে ত্রয়োদশ করনি।

এই ভাবে দ্রব্য সব করনিবিদেন।

বপিদ্-তারিণী মায়ে করি আয়োজন।।

বপিদ্-তারিণী মায়ে কর নিবিদেন।

অনন্তর যত্নে বপির্নে করায় ভোজন।

উপবীত সহ কর দক্ষিণা অর্পণ।।

ভক্তভাবে এই ব্রত করে যে রমণী।

সদা রক্ষা করে তারে বপিদ্-তারিণী।।

পুত্রবতী হয়ে সেই সুখে কাঁটে কাল।

কখনো ভুগে না কোন আপদ জঞ্জাল।।

পূজার উপকরণে পুষ্প, ফল, ইত্যাদি সবকিছুই ১৩টি করে নিবিদেন করতে হয় , এমনকি হাতে ধারণ করার লালসুতোটিতেও ১৩টি গ্যাট / গ্রন্থি দেওয়ার বধিান রয়েছে। ঘট, আমরে পল্লব, শীষ সমতে ডাব, একটিনিবৈদ্য, তরোরকম ফুল, দু ভাগে কাটা তরো রকম ফল। ©মন্ত্র শক্তি- "পুরোহিতি দর্পণ"। আলাদা ঝুড়িতে তরোটা গোটো ফল, তরো গাছি লালসুতো, তরোটি দুর্বা, তরোটি পান ও তরোটি সুপুরি দিতে হয়। দবী ভগবতী / মা কালী শুধু জবা ফুলেই তুষ্ট থাকেন, তাই মায়ে পূজায় লাল জবা অতি আবশ্যিক, লাল জবা ফুলের পুষ্পাঞ্জলি দ্বারাই মায়ে পূজো সম্পন্ন হয়।

পূজার শেষে পুরোহিতকে যথাসাধ্য দান-ধ্যান ও দক্ষিণা দিতে হয় এবং পূজার শেষে মন দিয়ে ব্রত কথা শুনতে হয়। ব্রতের আগের দিন নিরামিষ আহার করতে হয় , ব্রতের দিন পূজো করে ব্রতকথা শুনলে ফল-মিষ্টি বা লুচি খেয়ে উপোস ভাঙে ভক্তরা। এরপরই লাল সুতোয় তরোটি গিট দিয়ে তরোটি দুর্বা বাঁধতে হয়।

বপিত্তারিণীর ব্রতের ফল — এই ব্রত করলে সংসারে কোন বপিদ আপদ থাকেন। মা বপিত্তারিণী তাকে সকল বপিদ থেকে উদ্ধার করেন।

অম্বুবাচী র ভিতরে বপিদতারিণী পূজা পড়ছে পূজা কী করা যাবে ?....অবশ্যই করা যাবে।

অম্বুবাচী মধ্যে বিপত্তারিণী পূজার বিধান –

“বিরোধো যত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্র ভূয়সাং । তুল্য প্রমাণ সত্ত্বে তু ন্যায়এব প্রবর্তকঃ ॥” জীমুতবাহন ॥

যেখানে বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয় সেইস্থানে সংখ্যা গরিষ্ঠ শাস্ত্রীয় প্রমাণই গ্রহণীয় ।

“বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতিয়াঃ প্রমাণং ধর্মার্থসংযুক্তবচনং প্রমাণং । যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কন্তস্য কুর্যাদ্ভচনং প্রমাণং ॥” যমঃ

বেদ সকল প্রমাণ স্মৃতি সকল প্রমাণ, ধর্মার্থযুক্ত বচন অর্থাৎ ধর্মনিবন্ধ সকলও প্রমাণ । এই সকল প্রমাণ উল্লঙ্ঘন পূর্বক যে ব্যবস্থা প্রদান করা হয় উহা প্রমাণ হিসাবে কোন ভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয় । “ধর্মার্থযুক্ত বচনং” মীমাংসকসম্মিলিতবাক্যম্ । অর্থাৎ মীমাংসক-অনুমোদিত সংনিবন্ধসকলের বাক্য । ধর্মঃ জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ । দ্বিতীয়ং ধর্মশাস্ত্রস্ত তৃতীয়ং লোক সংগ্রহঃ ॥ মহাভারত ॥

“কেবলং শাস্ত্রমশ্রিতা ন কর্তব্যো বিনির্গমঃ । যুক্তিহীনবিচারে ত ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥” বৃহস্পতিঃ ॥

বৃহস্পতি বলেছেন যুক্তিহীন কেবলমাত্র শাস্ত্রকে আশ্রয় করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয় । যুক্তিহীন সিদ্ধান্ত ধর্মের হানি কারক হয় ।

“ধর্মশাস্ত্র বিরোধে তু যুক্তিযুক্তো বিধিঃ স্মৃতিঃ । ব্যবহারো হি বলবান্ ধর্মভেদনাবহীয়তে ॥” নারদঃ ॥ (যুক্তির্ন্যায় – ইতি) ॥

নারদ বলেছেন ধর্মশাস্ত্রের বিরোধ হ'লে যুক্তিগ্রাহ্য (ন্যায় সম্মত) বিধিই গ্রহণীয়, যদি ধর্মশাস্ত্র এবং ন্যায় সম্মত অর্থাৎ যুক্তি গ্রাহ্য সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায় । কেবল মাত্র সেই ক্ষেত্রেই বহুকাল চলে আসা ব্যবহার গ্রহণীয় অন্যথায় নয় ।

বহুবৎসরধরে পালনকরে আসা ব্রতকে নিত্যব্রত বলা হয় । “যেন কেনাপি কার্য্যানি নৈব নিত্যানি লোপয়েৎ ॥” বৌধায়ন ॥

বৌধায়ন বলেছেন নিত্যকর্ম অবশ্যকর্তব্য জানিয়া যেমন – তেমন করিয়াও করিতে হইবে, কোনভাবেই (বন্ধ) লোপকরা চলিবে না ।

বহুকালিক সংকল্পো গৃহিতশ্চ পুরা যদি । মৃতকে সূতকেচৈব ব্রতং তন্মৈব দুয্যতি ॥ পুলস্ত ॥ অগ্নি পুলস্ত বলেছেন বহুকালধরে করে আসা যেকোনব্রত মৃতশৌচ কিংবা জননশৌচেও বন্ধ হয় না ॥

ভগবতী র ষোড়শ যাত্রা র মধ্যে অন্যতম হলো অম্বুবাচী যাত্রা । অম্বুবাচী কথাটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ “অম্বু” ও “বাচী” থেকে । “অম্বু” শব্দের অর্থ হলো জল এবং “বাচী” শব্দের অর্থ হলো বুদ্ধি । মিতুন রাশির আদ্রা নক্ষত্রের প্রথম চরণে সূর্যের অবস্থানকালে মাতৃস্বরূপা পৃথিবী এবং আদ্যাশক্তি মহামায়া ঋতুমতী বা রত্নসলা হয়ে থাকে ইহাই অম্বুবাচী নামে প্রসিদ্ধ । বহুজন মানসে প্রশ্ন উত্তরশৌচ কালে বিপত্তারিণী পূজা কিভাবে সম্ভব ? বিপত্তারিণী পূজা আষাঢ় মাসের দ্বিতীয়ার পরে দশমীর পূর্বে শনি ও মঙ্গলবারে করণীয় সুনির্দিষ্ট একটি কর্ম যথা –

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াঃ পরং মুনে । পূর্ববৎ দশম্যাস্তমধ্যে শনিভৌমদিনে তথা ॥ এই ব্রতচরণে স্বইচ্ছানুযায়ী সংযোজন কিংবা বিয়োজন করা যায় না, করলে কর্মের কোন ফললাভ হয় না । লোগাঙ্ক বলেছেন – গণিতাজ জ্ঞায়তে কালো যত্র তিষ্ঠতি

দেবতাঃ । বারমেকহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষ কোটয়ঃ ॥ লোগাঙ্ক ॥ কামাখ্যা মহাখো উল্লিখিত মৎস্যসূক্তের ৫৮ পটলে বলা হয়েছে ইতিপূর্ব থেকে করে আসা ব্রত অম্বুবাচীর মধ্যেও অবশ্য করা যায়, যথা – ধরণ্যামৃতমত্যাং তু তথা সপ্ত দিনানি চ । ঋতুমত্যাং

ন কুবর্কীত পূর্বসঙ্কল্পিতাদতে ॥